বাংলাদেশ কম্পিউটার সমিতি
তথ্য প্রযুক্তি শিল্পের জাতীয় সংগঠন

সংবাদ বিজ্ঞপ্তি

মঙ্গলবার, ০১ এপ্রিল ২০০৮

‘বিসিএস আইটিএক্সপো ২০০৮’ : বাড়ছে দর্শনার্থীর ভীড়

আম্মু ভিডিও গেমস এর সিডিগুলো সব লুকিয়ে রেখেছে। আর ভাইয়া কম্পিউটারের সবগুলো গেমস ডিলিট করে দিয়েছে। কি যে করি? পড়াশুনার পর কিছুই করার আর থাকে না। খুব খারাপ লাগে। এরকমই অভিমানের কথা জানাচ্ছিল বিসিএসআইআর (সায়েন্স ল্যাবরেটরি) স্টাফ কোয়ার্টারের দ্বিতীয় শ্রেণীতে পড়ুয়া তামিম। সকাল থেকেই তামিম দুপুর পর্যন্ত ‘বিসিএস আইটিএক্সপো ২০০৮‘ -এর ১২ তলার গেমিং জোনে গেম খেলছিল। তামিমের মতো অনেকেই আইটিএক্সপো ২০০৮-এর গেম জোনে সারাদিন গেম খেলেছে।

‘বিসিএস আইটিএক্সপো ২০০৮‘ -এর তৃতীয় দিন ১লা এপ্রিল দর্শনার্থীদের ছিল উপচে পড়া ভীড়। ক্রেতা ছিলেন প্রত্যাশার চাতিতে বেশী। অনেকে তরুণ-তরুণীর আকর্ষণের জায়গা ছিলো কম্পিউটার গেমিং জোন। কারো কারো জন্য অতি আকর্ষণীয় জায়গা ছিলো ইন্টারনেট জোন। ইন্টারনেট ব্যবহার করার জন্য সাইবার এরিয়ায় ফ্রি ইন্টারনেট সেবা দানকারী আকিজ অনলাইন-এর সিস্টেম ইঞ্জিনিয়ার মোঃ রূপক হোসেন জানালেন– ”গতকাল থেকেই ইন্টারনেট জোনের কম্পিউটারগুলোতে প্রচুর লোক এসেছিল। বেশিরভগেরই ব্রাউজিং এর দিকে ঝোঁক। এদের সিংহভাগই তরুণর। আমরা এখানে চ্যাটিং এরও ব্যবস্থা রেখেছি। তবে চ্যাটিং এর সময়সীমা আমরা বেঁধে দিয়েছি।”

”আমাদের গাড়ি” নামক একটি সংস্থার আয়োজনে এসার এবং বিজনেস ল্যান্ড স্পন্সর করেছে গেমিং জোনের। সকাল দশটা থেকে সন্ধ্যা সাড়ে ছয়টা পর্যন্তই খোলা রয়েছে গেমিং জোনটি। জোনটিতে ঘুরতে এসেছিল প্রচুর শিশু। আহনাফ লাবীব নামের এক শিশু জানালো– ‘এখানে এসে আমার খুব ভাল লাগছে। আমার কম্পিউটার নেই। তবে এবার আব্বুর কাছ থেকে অবশ্যই কিনে নেবো।’ আনিকা আবিদ নামে আরেক শিশু জানালো– ‘আমার কম্পিউটার গেমস খেলতে খুব ভাল লাগে। তবে আম্মু বেশি খেলতে দেয় না। মেলায় এসে খেলতে পেরে আমার খুবই ভাল লাগছে।’ গেমিং জোনে কর্মরত আব্দুল্লাহ আল মাসুদ জানালেন– প্রতিটি গেম কর্ণারে ১৫ মিনিট করে সময় বেঁধে দেয়া হয়। গেমিং জোনের সময় সাড়ে দশটা থেকে সাড়ে ছয়টা পর্যন্ত। রেসিং গেমের দু’টো ভাগ। একটি গাড়ি অন্যটি মোটর সাইকেল । এছাড়াও ফিফা ২০০৮, হ্যানরিয়েল ২০০৪, ল্যান্ড অফ দ্যা ডেড, ছোট ছোট পাজল গেম এবং ল্যান্ড মুড গেমগুলো আজ থেকে শুরু করা হয়েছে শিশুদের জন্য। গতকাল পাঁচশোরও বেশি শিশু মেলায় গেমস খেলেছে।

১ এপ্রিল ২০০৮ মঙ্গলবার বাংলাদেশ কম্পিউটার সমিতি আয়োজিত ‘বিসিএস আইটিএক্সপো ২০০৮‘ মেলার তৃতীয় দিনে শিক্ষার্থীদের শিক্ষা ব্যবস্থা ও শিক্ষা পদ্ধতি সর্বাধুনিক ও সর্বশেষ প্রযুক্তির ব্যবহার নিশ্চিত করতে ঢাকার নির্বাচিত ৩টি স্কুলের ছাত্র-ছাত্রীদের মেলায় আনার ব্যবস্থা করা হচ্ছে।

সেই কার্যক্রমের আওতায় **কাকলি উচ্চ** বিদ্যালয়, জুনিয়র ল্যাবরেটরি স্কুল ও রাইট ট্র্যাক স্কুলের ছাত্র-ছাত্রীদেরকে মেলায় নিয়ে আসা হয়েছিল। রাইট ট্র্যাক নামের স্কুলের ছেলে মেয়েরা এসেছিল বনশ্রী থেকে। প্লে গ্রুপ থেকে চতুর্থ শ্রেণী পর্যন্ত পড়ুয়া মোট বাইশ জন শিশু এসেছিল মেলাতে। তানভীর নামের দ্বিতীয় শ্রেণী পড়ুয়া এক শিশু মেলায় আসার অনুভূতি জানালো এভাবে–‘মেলায় এসে খুব ভাল লাগছে।

12th Floor, Sonartori Tower, Plot # 12, Biponon C/A, Sonargaon Road, Dhaka – 1000, Bangladesh
Tel: +880 2 9670955/56, Fax: +880 2 9670955/56 Ext. 108, Email: samity@agni.com, URL: www.bcs.bd.org

বাংলাদেশ কম্পিউটার সমিতির সভাপতি মোস্তাফা জব্বার বলেন–তোমরা কীবোর্ডের কম্পিউটার যে বই পড়ো সেটি কার লেখা জানো। সবাই সমস্বরে চিৎকার দিয়ে বলে উঠলো–'মোস্তাফা জব্বার'। তিনি একটু হেসে আবার বললেন– 'আমি বিজ্ঞানের ছাত্র নই। কম্পিউটারেরও নই। তবুও বইটা লেখার দায়িত্ব পেয়েছিলাম পাঁচজন ডক্টরেট ব্যক্তির সাথে প্রতিযোগিতা করে।' পৃথিবীতে সবচেয়ে বড় লাইব্রেরি কোনটি? -এর উত্তরে ছাত্ররা জানালো 'উইকিপিডিয়া'। এরপর জনাব মোস্তাফা জব্বার জানালেন– উইকিপিডিয়া পৃথিবীর সবচেয়ে বড় বিশ্বকোষ, তবে পাঠাগারটি হলো ইন্টারনেট। নানা ধরনের সমস্যায় তোমরা এটার সাহায্য নিতে পারো। যারা কম্পিউটার নিয়ে জীবন গড়তে চাও তারা অংক এবং ইংরেজির দিকে বিশেষভাবে নজর দেবে। বাংলাদেশ কম্পিউটার সমিতির সহ-সভাপতি ও বিসিএস আইটিএক্সপো ২০০৮ -এর আহ্বায়ক জনাব এ.টি. শফিক উদ্দিন আহম্মদ বলেন- 'মেলায় তোমাদের আসার জন্য অসংখ্য ধন্যবাদ'। তিনি অভিভাবকদের উদ্দেশ্যে বলেন– তারা তথ্য প্রযুক্তিসহ অন্যান্য প্রযুক্তি সম্পর্কে শিশুদেরকে যেন সচেতন করেন।

মাল্টিপ্ল্যান সেন্টারের মালিক সমিতির সভাপতি জনাব এহসানুল হক তার বক্তব্যে বলেন– এলিফ্যান্ট রোড কম্পিউটার সমিতি (ইসিএস)'র মার্কেটে এরকম একটি মেলার আয়োজন করতে পেরে আমরা গর্বিত। ইসিএস কম্পিউটার সিটিই কিন্তু সারা দেশের মধ্যে সবেচেয়ে বড় কম্পিউটার মার্কেট। ভবিষ্যতেও আমরা বাংলাদেশ কম্পিউটার সমিতির এমন আয়োজনের পাশে থাকবো।

রাইট ট্র্যাক বিদ্যালয়ের ফ্যাকাল্টি প্রধান বায়েজিদ সিকদার বলেন– 'ওদের আজকে পরীক্ষা ছিল। কিন্তু ওদের আগ্রহ অপরিসীম। ওরা তাড়াতাড়ি পরীক্ষা দিয়ে স্বতঃস্ফূর্তভাবে চলে এসেছে। কম্পিউটার সম্পর্কে অনেক কিছু জানতে পারছে।

কাকলী উচ্চ বিদ্যালয়ের সিনিয়র সহকারী শিক্ষক মোস্তফা কামাল তার বক্তব্যে বলেন– 'মেলাটা অনেক বড় পরিসরের। মাঝে মাঝে এরকম একটি মেলার আয়োজন করলে পারলো ছাত্ররা অনেক উপকৃত হবে। আগামী ৪ এপ্রিল ২০০৮ সকাল দশটায় মেলা প্রাঙ্গনে শিশুদের জন্য রয়েছে চিত্রাঙ্কন প্রতিযোগিতা।

সবার জন্য কম্পিউটার শ্লোগান নিয়ে বাংলাদেশ কম্পিউটার সমিতির উদ্যোগে 'বিসিএস আইটিএক্সপো ২০০৮' তৃতীয় দিনে দর্শক উপচে পড়া ভীড় লক্ষ্য করা গেছে। এদের মধ্যে স্কুল কলেজের শিক্ষার্থীদের সংখ্যাই বেশি। সর্বাধুনিক প্রযুক্তির পণ্য দেখা ছাড়াও আগত দর্শনার্থীরা মেলার বারো তলায় গেমিং জোনে গেম খেলছে এবং ইন্টারনেট ব্যবহারের সুযোগ পেয়েছে বিনামূল্যে।

মেলা সংক্রান্ত তথ্যাবলী

দেশের সব চেয়ে বড় কম্পিউটার মেলা 'বিসিএস আইটিএক্সপো ২০০৮'। বাংলাদেশ কম্পিউটার সমিতি (বিসিএস)-এর উদ্যোগে ঢাকার নিউ এলিফ্যান্ট রোডস্থ মাল্টিপ্ল্যান সেন্টারে অবস্থিত ইসিএস কম্পিউটার সিটিতে ৭ দিনব্যাপী এ মেলা চলবে ৫ এপ্রিল ২০০৮ পর্যন্ত।

কম্পিউটারের বাজার সম্প্রসারণ ও জনগণকে কম্পিউটার সম্পর্কে সচেতন করার লক্ষ্যে 'সবার জন্য কম্পিউটার' এ শ্লোগান নিয়ে আয়োজিত হয়েছে এবারকার 'বিসিএস আইটিএক্সপো ২০০৮'। ইসিএস কম্পিউটার সিটি নামক দেশের বৃহত্তম কম্পিউটার বাজারের ৭টি ফ্লোরের প্রায় এক লক্ষাধিক বর্গফুট এলাকা জুড়ে মেলা চলবে প্রতিদিন বেলা ১০টা থেকে রাত ৮টা পর্যন্ত। এতে মোট ২৭৬টি প্রতিষ্ঠান ৩০০টি স্টলে এ শিল্পের সর্বাধুনিক পণ্য, প্রযুক্তি ও কলাকৌশল প্রদর্শন করছে।

12th Floor, Sonartori Tower, Plot # 12, Biponon C/A, Sonargaon Road, Dhaka – 1000, Bangladesh
Tel: +880 2 9670955/56, Fax: +880 2 9670955/56 Ext. 108, Email: samity@agni.com, URL: www.bcs.bd.org

'বিসিএস আইটিএক্সপো ২০০৮' আয়োজনে সহযোগিতা করছে গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের বাণিজ্য মন্ত্রণালয়ের অধীনস্থ আইসিটি বিজনেস প্রমোশন কাউন্সিল। এ মেলার স্পন্সর হিসেবে রয়েছে বিশ্বখ্যাত চারটি ব্র্যাণ্ড পণ্য, যথা-আসুস, বেনকিউ লেক্সমার্ক এবং স্যামসাং, আর অফিসিয়াল আইএসপি-আকিজ অনলাইন। মেলার প্রবেশমূল্য ১০ টাকা, তবে স্কুল শিক্ষার্থীদের বিনামূল্যে প্রবেশের সুযোগ থাকছে ।

এবার মেলায় বিশেষভাবে গুরুত্ব দেয়া হয়েছে স্কুল কলেজের ছাত্র-ছাত্রীদের ওপর। এদেশের শিক্ষা ব্যবস্থা ও শিক্ষা পদ্ধতিতে সর্বাধুনিক ও সর্বশেষ প্রযুক্তির ব্যবহার নিশ্চিত করা ও এর সুফল সম্পর্কে ধারণা দিতেই এবারের মেলার আয়োজন। তাই ঢাকার ২০টি নির্বাচিত বিদ্যালয় থেকে বাসযোগে মেলা প্রাঙ্গনে শিক্ষার্থীদেরকে আনা-নেওয়ার ব্যবস্থা করা হবে।

'বিসিএস আইটিএক্সপো-২০০৮' শুধুমাত্র প্রথাগত মেলার মধ্যেই সীমাবদ্ধ থাকবে না। এ আয়োজনের সাথে সম্পৃক্ত থাকবে শিক্ষার্থীদের জন্য প্রযুক্তির বিভিন্ন পণ্যের সাথে পরিচয় ও গুণাগুণ বর্ণনা, শিশুতোষ কম্পিউটার শিক্ষা পদ্ধতি ও প্রতিযোগিতা এবং শিশু-কিশোর চিত্রাঙ্কন প্রতিযোগিতা। আরও থাকছে সেমিনার, গেমিং জোন এবং ইন্টারনেট ব্রাউজিং সুবিধা। প্রতিদিন সন্ধ্যায় চলবে মেলার উপর প্রেস ব্রিফিং এবং সাংবাদিক আড্ডা। এখানে উল্লেখ্য, বাংলাদেশ কম্পিউটার সমিতি'র সম্মানিত সভাপতি জনাব মোস্তাফা জব্বার 'বিসিএস আইটিএক্সপো ২০০৮'-এর মুখপাত্র হিসেবে এই প্রেস ব্রিফিং করেন।

সংবাদ প্রেরক:

বি. এন. অধিকারী
চিফ অপারেটিং অফিসার
বাংলাদেশ কম্পিউটার সমিতি